এইসব জনমত সমীক্ষা কি বোজাচ্ছে ?

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

২৪-১-২০১৪

দুটি পৃথক সংস্থা ২০১৪ র সাধারণ নির্বাচনের আগে জনমত সমীক্ষা করেছে। কে কটা আসন পাবে তা নিয়ে এদের ভবিষ্যতবাণীতে আমার খুব একটা ভরসা নেই, বিশেষত নির্বাচনের তিন চার মাস আগে যখন এই সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। তাহলেও একথাও মানতে হচ্ছে যে এই সমস্ত এজেন্সিগুলির একটা নির্দিষ্ট মানের বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। আর এটা মনে করা যেতে পারে যে জনমতের সামপ্রতিক ট্রেন্ডটা এই সমীক্ষা থেকে বোঝা যেতে পারে।

বিজেপিই যে আগে দৌড়চ্ছে জনমত সমীক্ষায় তা পরিস্কার। এযাবতকাল পর্যন্ত বিজেপি লোকসভায় সর্বাধিক ১৮৩ টা আসন পেয়েছে। এবার বিজেপি নিজেদের শক্তিতেই এই সংখ্যাটা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদের জোটসঙ্গী শিবসেনা ও অকালি দলও এবার নির্বাচনে ভালো ফল করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কংগ্রেসের ফল সামপ্রতিক কালের মধ্যে সবথেকে খারাপ হবে বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। ২০১৪ র ভোটে এদের প্রাপ্ত আসন দু সংখ্যাতেই থেমে থাকবে বলেও সমীক্ষায় প্রকাশ।। নির্বাচনী ফলাফলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান হবে উল্লেখযোগ্য।

৫ থেকে ১০ টা আসন পাবে অন্তত ১০ টা রাজনৈতিক দল। কিন্তু এরা সবাই হাত মেলাবে এমন সমভাবনা কম। এআইএডিএমকে ও ডিএমকে কখনই একদিকে থাকবেনা। তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস ও বামেরা কখনই হাত মেলাবেনা। একই ছাতার নিচে আসবেনা বিএসপি ও সমাজবাদী পার্টি। এনডিএ র জোটসঙ্গী নয় এমন কিছু আঞ্চলিক দল যারা অ-বাম ও অ-বিজেপি একটা জায়গা দখল করে রেখেছে তাদেরও কিছু আসন পাওয়ার সমভাবনা তৈরি হয়েছে। এআইডিএমকে কিছু আসন পাবে। উত্থান হচ্ছে টিডিপিরও, ভোটব্যাঙ্কে যার প্রভাব পড়বে। এগোচ্ছে টিএমসি ও বিজেডিও। ওয়াইএসআর কংগ্রেসের পড়তি দশা হলেও সীমান্ধ্রে কিছু আসন পাবে তারা।

বিজেপির সঙ্গে ১৭ বছরের সমপর্ক ছিন্ন করার পর এখন বিজেপি বিরোধী ভূমিকা জেডিইউ এর।কিন্তু তাদের জনসমর্থন কমছে। ইউপিএর জোটসঙ্গী ন্যাশনাল কনফারেন্স ও এনসিপি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বিরোধীদের তুলনায় এগিয়ে।

তামিলনাড়ু ও ওড়িশায় বিজেপির ভোট বেড়েছে। অসমের গতিপ্রকৃতিও ভাল। অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গেও এবার ভাল ফলের আশা করা হচ্ছে। উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও বিজেপির ভাল ফলের আশা। জনমত সমীক্ষার সবথেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যেকটা রাজ্যে বিজেপির ভোটের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি।

বিজেপি যেখানে শক্তিশালী সেখানে বিজেপিকে আরও তুলে ধরে ভোটের ফসল অপেক্ষাকৃত কমজোর

এলাকায় ভোটের হার ঠিক রাখাই তাঁর বড় কৃতিত্ব।

তাহলে কে সরকার গঠন করবে ? সেখানে বিজেপি ও এনডি এর কোনও প্রতিপক্ষ আছে কী ?

ছোট দলগুলির জোটের সমভাবনা কখনই স্থায়ী সরকার দেবেনা। কংগ্রেসের আসনসংখ্যা এতটাই কমতে চলেছে যে কোনও জোটের লেজুর হিসাবে থাকতে হবে তাদের। জোটের কেন্দ্রে তাকার সমভাবনাও নেই তাদের। এর যুক্তিগ্রাহ্য পরিসমাপ্তি একমাত্র বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই স্থায়িত্ব দিতে পারে। এইসব ইঙ্গিত থেকেই বোঝা যায় অটলজির তৈরি বৃহত্তর এনডিএ ই এবার সরকার গড়বে। একাধিক রাজনৈতিক দল যারা বৃহত্তর এনডিএ তে সামিল হবে তারাও এবার ভালো ফল করবে। এখন যারা এনডিএ জোটে সামিল তারা ছাড়াও কংগ্রেস বিরোধী অবস্থান নেওয়া কিছু রাজনৈতিক দলও বৃহত্তর এনডিএ জোটে সামিল হতে পারে। এরকম জোট তৈরি হলে তা সত্যিকারের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিকে প্রতিফলিত করবে।

নির্বাচনের মুখে, বিচক্ষণ নেতৃত্ব- অর্থনীতির পুনরজজীবন- দুর্নীতি দুরীকরণ প্রধান ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে। এইসব জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী সরকারের স্থায়ীত্বও মানুষের কাছে অন্যতম একটা বড় ইস্যু। কে না আশা করে যে বিজেপির নেতৃত্বে বৃহত্তর এনডিএ-ই স্থায়ী সরকার দিতে পারবে ?